# প্রবাসের পাঁচালী

জামিল হাসান সুজন

১

আমি আর আমার বন্ধুটি দাঁড়িয়ে ছিলাম সিড্‌নী নগরীর অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা ক্যাম্প্‌সীর বিমীশ স্ট্রীটে। দু পাশে অজস্র দোকান পাট, রাস্তায় অসংখ্য গাড়ির চলাচল, ফুটপাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে নানা বর্ণের পুরুষ রমণী। এমনি এক সময়ে আমরা হঠাৎ হারিয়ে গেলাম অন্য কোথাও। দু'জনের চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাংলাদেশের নির্জন কোন গ্রামের নীরব দুপুর। ছিমছাম মাটির সড়ক, পাশে ন্যাড়া একটি বৃক্ষ, অদূরে দু একটি মাটির কুটির। মৃদু বাতাসের সুনসান শব্দ, ঘুঘুর ডাক। আহ্ কি প্রশান্তি! দুজনের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠতেই সম্বিত ফিরে পেলাম। আমি বললাম,'খুব যেতে ইচ্ছে করে- - সেই গ্রামে, সেই - -'। বন্ধুটি মৃদু হেসে বললো,'কিভাবে, কেমন করে, সম্ভব নয়।' হাতের চেটো দিয়ে চোখের কোন মুছে পকেট থেকে গাড়ির চাবি বের করে আমাকে বিদায় জানিয়ে ধুস্ করে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

২

সম্প্রতি পরিচয় হওয়া এক বাঙ্গালি ভদ্রলোকের সাথে আলাপ হচ্ছিল। ছয় মাস হল তিনি এ দেশে এসেছেন। বিভিন্ন কথার মাঝে এখানকার ইংরেজী উচ্চারণ রীতির কথা উঠলো। তিনি বেশ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'আমি সারা জীবন ইংরেজী মিডিয়ামে পড়াশুনা করেছি, ইংরেজীতে যথেষ্ট দখল আছে বলেও মনে করি। কিন্তু এরা যে ভাষায় কথা বলে সেটা কি আদৌ ইংরেজী ভাষা? জঘন্য উচ্চারণ রীতি! এরা তো চিটাগাঙ্গের ভাষায় কথা বলে। আপনি তো ভাল বাংলা জানেন, কিন্তু বুঝবেন চাটগাঁইয়া ভাষা?'

৩

কর্ম সূত্রে এক অস্ট্রেলিয়ান তরুণের সাথে আলাপ হয়েছে। খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ। ওর গ্রামের বাড়ি সিড্‌নী থেকে চার ঘন্টার পথ। তার সেই গ্রামে বাস করে মাত্র ৩০০ জন লোক। আমার সাথে মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে কথা হয়। আমি একদিন বললাম, 'ভেবেছিলাম অস্ট্রেলিয়াতে এসেই ক্যাঙ্গারু দেখতে পাব। কিন্তু আজ অবধি কোন ক্যাঙ্গারু দেখতে পেলাম না। তোমাদের গ্রামে ক্যাঙ্গারু আছে?' সে হেসে বললো, ' আরে ক্যাঙ্গারুর পিঠে চড়েইতো এত বড় হলাম।' তারপর উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললো,'এমনি মজা করলাম।
সিড্‌নী শহরে তুমি ক্যাঙ্গারু কোথায় দেখতে পাবে? শহর থেকে বের হলে দেখতে পাবে।'

আমার দেশ, আমার ভাষা নিয়ে সে কৌতূহলী। বাংলা বর্ণমালা কেমন দেখতে চাইলো। আমি দেখালাম। আমার ভাষার গান কেমন জানতে চাইলো। আমি একটি রবীন্দ্র সংগীতের প্রথম কয়েকটি কলি গেয়ে শোনালাম। সে শুনে বললো,'বাহ্ বেশ সুন্দর তো।' আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলো,'শুনেছি তোমাদের দেশে মদ খাওয়া, বিয়ের আগে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা অবৈধ?' আমি বললাম,'হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছো তুমি'। সে বললো, 'সিগারেট খাওয়া কি অবৈধ? আমি হেসে বললাম, 'না না'। সে আবার বললো,' আচ্ছা তোমাদের দেশে তো অনেকগুলি বিয়ে করা অনুমোদনপ্রাপ্ত তাইনা, তোমার কয়টা বৌ?'

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২৮/০৯/২০০৭

লেখকের অন্যান্য লেখা পড়তে এখানে টোকা মারুন